কোর-৩
BENG-203

(ক) কাব্য সংকল: সঞ্চিতা, নজরুল ইসলাম

(১) নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্য জগতে আলোড়নের পাশাপাশি নানা বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছিল-- সেই বিষয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করো। **(১০)**

নজরুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল ' বিদ্রোহী' কবিতাটি নাকি চুরি করে লেখা ।

অভিযোগকারী কবি মোহিতলাল ।

নজরুল বিদ্রোহের ।
নজরুল প্রেমের।
কবিতায় তিনি আগুন-মন্ত্রে জাগিয়ে রাখেন , প্রেমের রঙে রাঙিয়ে দেন গানে ।
বিদ্রোহ -বিপ্লব আর প্রেম-ভালোবাসাবাসির যেন এক আশ্চর্য সহাবস্থান !

তাঁর রচনাকাল -পরিসীমা খুব দীর্ঘ নয় । স্তব্ধ- নির্বাক হয়েই কেটেছে জীবনের অনেকখানি । বাকহারা স্মৃতিহারা অসুস্থ নজরুল দীর্ঘ সাইত্রিশ বছর কাটিয়েছেন অবর্ণনীয় যন্ত্রণায়।

আমরা আপাতভাবে ধরে নিতে অভ্যস্ত, নজরুলের কবিতা মানেই অগ্নিদীপ্ত । তাঁর কবিতার বইগুলি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই আমাদের চিন্তার দীনতা , ভাবনা যে ভ্রমাত্মাক , তা অচিরেই টের পাওয়া যাবে ।আসলে নজরুলের বিদ্রোহীসত্তা, গণমুখী-জনমুখী সাহিত্য তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে এখনো আড়াল করে রেখেছে ।

আমরা কাজী নজরুল ইসলামের নামের আগে 'বিদ্রোহী কবি' এই শব্দযুগল ব্যবহার করে স্বস্তি পাই ।
একটি কবিতাকে ঘিরে যে সীমাহীন আবেগ বাঙালিমনে তৈরি হয়েছিল , তেমন কোনো দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আমাদের জানা নেই ।

১৯২১ -এর ডিসেম্বরে, শেষ সপ্তাহে তালতলা লেনের বাড়িতে জনচিত্তজয়ী এই 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেছিলেন নজরুল।

১৯২২ -এর ৬ জানুয়ারি সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয় 'বিজলি' পত্রিকায় । প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ- জীবনে সঞ্চারিত হয় অভূতপূর্ব আলোড়ন- উদ্দীপনা। মানুষ যেন ঘুমিয়ে থাকা নিজের সত্তাকে আবিষ্কার করে ।

এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণই অচিরে 'বিদ্রোহী' আবারও মুদ্রিত হয়েছে 'মোসলেম ভারত'-এ ।
পরে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'তে , ঠাকুরবাড়ির 'সাধনা'-য়।

'বিদ্রোহী' রচনার পর নজরুলের কবিখ্যাতি সুদূর প্রসারিত হলেও রচনা -পরবর্তী সময়টি স্রষ্টার কাছে খুব সুখের হয়ে ওঠেনি । সাধারণ মানুষ তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন , 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে আখ্যাত হয়েছেন ঠিকই , সেই আনন্দের মাঝে বিষাদ -বেদনার অকারণ আগমন ঘটেছিল । নজরুলকে তা ক্লান্ত-ধ্বস্ত করেছিল ,কষ্ট দিয়েছিল।

' বিদ্রোহী' কবিতাটির এক ' মারাত্মক প্যারডি' করেছিলেন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সজনীকান্ত দাস । সজনীকান্তকৃত প্যারডিটির আরম্ভ হয়েছিল এভাবে,

' আমি ব্যাঙ
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ্

আমি ব্যাঙ …
দুইটা মাত্র ঠ্যাং ।'

প্যারডিটি ছাপা হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'-র পুজো সংখ্যায় । সজনীকান্ত নিজেই স্বীকার করেছেন, প্রকাশের পরই 'বিবিধ বিপর্যয়ের সৃষ্টি' হয়েছিল।

ঠাকুরবাড়ির 'ভারতী' তখন প্রায় অন্তিম পর্যায়ে। সম্পাদনা করতেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । মণিলাল ছিলেন ঠাকুরবাড়ির জামাতা, সৌরীন্দ্রমোহন তাঁর বন্ধু হলেও ঠাকুরবাড়ি- বহির্ভূত ব্যক্তি, তা সত্ত্বেও এই দু'জনের উপরই দায়িত্ব পড়েছিল ঐতিহ্যবহ 'ভারতী' সম্পাদনার । 'ভারতী' সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েই সমসাময়িক কবি -লেখকদের একত্রিত করতে তৎপর হয়েছিলেন তাঁরা । নিয়মিত আড্ডার ব্যবস্থা করেছিলেন । কবি-লেখকদের আনাগোনায় সে-আড্ডা হয়ে উঠতো আনন্দে মুখরিত। শুধুই
আনন্দমুখর নয়, বিতর্ক-বাকবিতণ্ডাও হতো যথেষ্ট । একদিন আড্ডায় এসে মোহিতলাল মজুমদার প্রায় আকস্মিকই অভিযোগ করলেন, তাঁর 'আমি' প্রবন্ধ থেকে চুরি করে নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখেছেন ! অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যে পত্রিকায় তাঁর 'আমি' প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল, সে-পত্রিকাটিও নিয়ে এসেছিলেন।

এই আড্ডায় বহু বিশিষ্টজনের পাশাপাশি নলিনীকান্ত সরকারও নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। সেদিনও ছিলেন । নানা ঘটনার সাক্ষী তিনি । অভিযোগের শুরুতেই নলিনীকান্ত বুঝেছিলেন,এসব ভিত্তিহীন । মোহিতলালের অভিযোগ অর্থহীন-যুক্তিহীন , আবেগতাড়িত হয়েই এই অভিযোগ এনেছেন তিনি !

নলিনীকান্ত এই অন্যায় অভিযোগে বিরুদ্ধে সেদিন প্রতিবাদে মুখরিত হয়েছিলেন । অবশ্য সরাসরি আক্রমণ করে প্রতিবাদ করেননি , তাঁর প্রতিবাদের ভাষাও হয়ে উঠেছিল পরম উপভোগ্য ।

নলিনীকান্ত সরকার 'ভারতী'র আড্ডা নিয়ে পরবর্তীকালে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । সে প্রবন্ধে আছে এই ঘটনাটির বিশদ বর্ণনা । উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও সরসতায় ভরপুর । নলিনীকান্ত লিখেছিলেন, 'মোহিতলাল পাঠান্তে জোর গলায় সকলকে বললেন-- বলুন আপনারা নজরুলের 'বিদ্রোহী' আমার এ লেখা থেকে চুরি কি না । এই বলে তাঁর প্রবন্ধের যে তিনটি শব্দ নজরুলের 'বিদ্রোহী'র কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে এসে পড়েছে, সেই দু-তিনটি পঙক্তিগুলি আবৃত্তি করে যেন বামাল সমেত চোর ধরিয়ে দিলেন । আমি বললাম -- এরকম চুরি রবীন্দ্রনাথও করেছেন। বলামাত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ ফোঁস করে যেন ফণা তললেন । আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন-- রবীন্দ্রনাথ চুরি করেছেন ! কোথায় দেখলেন রবীন্দ্রনাথের চুরি ? আমি উত্তরের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। বললাম -- ঐ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো আশ্বিনেরই আঙিনায় গানটি রবীন্দ্রনাথের চুরি। সত্যেন্দ্রনাথ অবজ্ঞাভরে বললেন-- কী বাজে কথা বলছেন । ওই ক্ষ্যাপা শ্রাবণ এলো আশ্বিনেরই আঙিনায় গানটি চুরি ? কোত্থেকে চুরি ? আমি সত্যেন্দ্রনাথের মুখের ওপর জবাব দিলাম -- এই গানটি কবি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা থেকে চুরি করেছেন। পঞ্জিকায় শ্রাবণ-আশ্বিন দুটো কথাই আছে । অন্য সকলে হাসলেও মোহিতলালের চক্ষু রক্তবর্ণ ।'

মোহিতলালের এই অভিযোগ, তাঁকে নিয়ে প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ -বিদ্রুপের বার্তা পৌঁছতে দেরি হয়নি নজরুলের কাছে । তিনি বিচলিত হয়েছেন , বেদনায় দীর্ণ , হয়েছেন অন্তরে ক্ষত-বিক্ষত । বিপন্ন মনে হয়েছে নিজেকে । মোহিতলাল তাঁর কাছে ছিলেন আদর্শ । 'গুরু' মানতেন তাঁকে । সেই গুরুকন্ঠে গুরুতর অভিযোগ, যা আগাগোড়া ভিত্তিহীন, পুরোপুরি মিথ্যা ! বেদনাহত চিত্তে নজরুল আশ্রয়- সান্ত্বনা খুঁজেছেন কবিতার কাছে ।

সজনীকান্ত কৃত উল্লিখিত প্যারডিতে কোনো নাম মুদ্রিত হয়নি, সেই বেদনাদগ্ধ দিনে নজরুল ধরে নিয়েছিলেন প্যারোডিটি মোহিতলাল মজুমদারই লিখেছেন । একথা ভেবে মনোযন্ত্রণা যে আরও তীব্র হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য । অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলযুগ' বই থেকে জানা যায়, 'কল্লোল' অফিসের কর্মচারী মণীন্দ্র চাকীর ঘরে বসে নজরুল উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মোহিতলালের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন 'সর্বনাশের ঘন্টা'। কবিতাটি ১৩৩১-এর কার্তিক সংখ্যার 'কল্লোল'-এ ছাপাও হয়েছিল। কবিতাটির পরতে পরতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মোহিতলালের প্রতি নজরুলের সুগভীর শ্রদ্ধা । তিনি কতখানি কষ্ট পেয়েছেন , বেদনাজর্জর হয়েছেন , তাও গোপন থাকেনি । দীর্ঘ কবিতাটির খণ্ডাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে ,

'হে দ্রোণাচার্য ! আজি এই নব জয়যাত্রার আগে / দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত- পঙ্কজ মাগে /শিষ্য তোমার; দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি / অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি। / ... ..যত বিদ্রুপই কর গুরু তুমি জানো এ সত্য বাণী / কারুর পা চেটে মরিবো না, কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি / ফাটাবে না পিলে, মরিবো যেদিন মরিবো বীরের মতো / ধরা মার বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত । / আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস / ততদিন গুরু সকলের সাথে করে নাও পরিহাস !'

এসব ঠুনকো মন-গড়া অভিযোগে নজরুলের সাহিত্যপ্রতিভাকে ম্লান করা তো দূরের কথা, আঁচড়ও কাটা যায় না। কাজী নজরুল ইসলাম চিরভাস্বর। বাঙালির মনে মননে নজরুল চিরজীবী।

[গবেষক: পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়]